ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

# ‘ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ’ শীর্ষক প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

১. প্রশ্ন: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?
উত্তর: একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্যতম পূর্বশর্ত। টিআইবি তার গবেষণা কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এর আগে বিভিন্ন সময়ে জাতীয় নির্বাচন প্রক্রিয়া ও নির্বাচন কমিশনের ওপর একাধিক গবেষণা পরিচালনা করেছে, যেখানে নির্বাচন পরিচালনায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা, প্রার্থীদের আচরণ বিধি মেনে চলার প্রবণতা ও নির্বাচনী ব্যয়ের ওপর পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায় তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য এই গবেষণার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

২. প্রশ্ন: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী?
উত্তর: এই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫-এর প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা। গবেষণার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্বাচন সংক্রান্ত আইন পর্যালোচনা, সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচনী আইন-কানুন ও আচরণ-বিধি কতটুকু পালন করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করা এবং নির্বাচন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজনের ভূমিকা পর্যালোচনা করা।

৩. প্রশ্ন: এ গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?
উত্তর: এটি একটি গুণগত ও পরিমাণগত তথ্যভিত্তিক গবেষণা, যেখানে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্যদাতার মধ্যে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট ও সম্যক অবহিত এবং তথ্য প্রদানে সম্মত মেয়র, কাউন্সিলর প্রার্থী, প্রার্থীদের কর্মী, নির্বাচনী এজেন্ট, রাজনৈতিক নেতা, ভোটার ও স্থানীয় জনসাধারণ, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার কর্মী, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য, সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা সংস্থার কর্মকর্তা, নির্বাচনী কর্মকর্তা, নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিসহ মোট ৮৭২ জন তথ্যদাতার কাছ থেকে চেকলিস্টের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এছাড়া গবেষণায় নির্বাচন সংক্রান্ত আইন ও বিধি, প্রাসঙ্গিক গবেষণা প্রতিবেদন, প্রবন্ধ, বই, ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্টমাধ্যম এবং ওয়েবসাইট ইত্যাদি থেকে পরোক্ষ তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রথমে তিন সিটি কর্পোরেশনের ১৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি (২০%) ওয়ার্ডকে জনসংখ্যা ও ভোটারের আকার ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে দৈবচয়নের মাধ্যমে গবেষণার নমুনা এলাকা হিসেবে বাছাই করা হয়। প্রার্থীদের মধ্যে সম্ভাব্য বেশি প্রতিযোগিতা হতে পারে এই বিবেচনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীদের নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিনটি সিটি কর্পোরেশন হতে তিনজন করে (আওয়ামী সমর্থিত, বিএনপি সমর্থিত ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত) মোট নয়জন প্রার্থী, এবং প্রতিটি ওয়ার্ডে দুইজন করে সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী (মোট ৫৬ জন) ও দুইজন করে সংরক্ষিত কাউন্সিলর প্রার্থী (মোট ৪৫ জন) মোট ১০১ জন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থী গবেষণার নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। এরপর সাক্ষাৎকার ও অংশগ্রহণমূলক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীদের ব্যক্তিগত, নির্বাচনী আচরণ ও ব্যয়ের ওপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

নির্বাচনী ব্যয় প্রাক্কলনের পদ্ধতি: মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য প্রার্থীর সমর্থক দলীয় নেতা ও কর্মী, ঠিকাদার, দোকানদার, স্থানীয় ভোটার, ও সাধারণ জনগণের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়, এবং তথ্যের যথার্থতা যাচাইয়ের জন্য একাধিক দলীয় নেতা ও কর্মী, প্রার্থী নিজে বা তার এপিএস, নির্বাচনী এজেন্ট, ও প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। গবেষণায় প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের হিসাব প্রাক্কলনে যে ব্যয়গুলো দৃশ্যমান, পরিমাপযোগ্য ও যাচাইযোগ্য সেগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জনসভা, পোস্টার ও লিফলেট, স্টীকার, মিছিল বা শোডাউন, নির্বাচনী ক্যাম্প স্থাপন, ধর্মীয়, শিক্ষা, ও ক্লাব/ স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠানে অনুদান, জনসংযোগ, মাইকিং, যাতায়াত ও পরিবহন, প্লাকার্ড, মোবাইল বিল, নির্বাচনী এজেন্ট ও কর্মী ব্যয়, ফটোকপি, ডিজিটাল ব্যানার ইত্যাদি খাতের ব্যয়গুলোকে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে।

৪. এই গবেষণার সময়কাল কী এবং কোন সময়ে এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়?
উত্তর: ২০১৫ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি হতে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত সময় এই গবেষণার অন্তর্ভুক্ত। ২০১৫ সালের ৮ থেকে ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত এই গবেষণার তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

৫. গবেষণাধীন এলাকা কীভাবে নির্বাচন করা হয়েছে?

উত্তর: তিন সিটি কর্পোরেশনে ১৩৪টি ওয়ার্ডের মধ্যে ২৮টি (২১%) ওয়ার্ডকে জনসংখ্যা ও ভোটার সংখ্যা ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে নমুনা এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়। ২৮টি ওয়ার্ড সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সবগুলো ওয়ার্ডের মধ্য থেকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাছাই করা হয়।

৬. এই গবেষণায় নমুনা প্রার্থী কীভাবে বাছাই করা হয়েছে?

উত্তর: প্রার্থীদের মধ্যে সম্ভাব্য বেশি প্রতিযোগিতা হতে পারে এই বিবেচনায় আওয়ামী লীগ, বিএনপি ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থীদের এই গবেষণার নমুনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মেয়র নির্বাচনের ক্ষেত্রে তিন সিটি কর্পোরেশন হতে তিনজন করে (আওয়ামী সমর্থিত, বিএনপি সমর্থিত ও জাতীয় পার্টি সমর্থিত) মোট নয়জন প্রার্থীকে নমুনা হিসেবে নেওয়া হয়। সাধারণ ও সংরক্ষিত কাউন্সিলর নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রতিটি নির্বাচিত নমুনাভুক্ত ওয়ার্ডে মোট চারজন (দুইজন সাধারণ ও দুইজন সংরক্ষিত কাউন্সিলর) করে সর্বমোট ১০১ জন আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীকে গবেষণার নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

৭. নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজনের (স্টেকহোল্ডার) ভূমিকা বিষয়ে টিআইবি-র কোনো পর্যবেক্ষণ আছে কি?

উত্তর: টিআইবি নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন, যেমন নির্বাচন কমিশন, রাজনৈতিক দল, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, নাগরিক সমাজ ও সংগঠন, ভোটার ও সংবাদমাধ্যমের (ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট) ভূমিকার ওপর পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদনে তুলে ধরেছে।

৮. প্রশ্ন: এ গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

উত্তর: একাধিক পদ্ধতির মাধ্যমে ও একাধিক সূত্র হতে তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই বাছাইয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিত করা হয়।

৯. প্রশ্ন: এই প্রতিবেদনে কোন কোন বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা করা হয়েছে?

উত্তর: এই গবেষণায় স্থানীয় সরকার নির্বাচন (সিটি কর্পোরেশন) সংশ্লিষ্ট আইনসমূহ পর্যালোচনা করা হয়েছে। এছাড়া গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রার্থীর পরিচিতি, রাজনৈতিক দলীয় সমর্থন পেতে অর্থ লেনদেন, প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ এবং প্রার্থীদের আচরণ বিধি লঙ্ঘনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এর পাশাপাশি নির্বাচন দিনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা এবং নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অংশীজন, যেমন নির্বাচন কমিশন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যম কর্মী ও পর্যবেক্ষকদের ভূমিকা পর্যালোচনা করে গবেষণায় বিভিন্ন সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

১০. প্রশ্ন: প্রার্থীরা কোন কোন আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন?

উত্তর: গবেষণায় দেখা যায় তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রার্থীরা নির্বাচনী ক্যাম্পে পানীয়-খাদ্য পরিবেশন, বকশিশ/উপহার প্রদান, নির্ধারিত সময়ের বাইরে মাইক ব্যবহার, ধর্মীয় উপাসনালয়ে প্রচারণা, একসাথে একটির বেশি মাইক ব্যবহার করা, জনসভা, মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় শোডাউন, যানবাহনসহ মিছিল/শো-ডাউন, গোপনে /প্রকাশ্যে চাঁদা, দেয়ালে পোস্টার লাগানো, ব্যক্তিগত আক্রমন, পোস্টারের আকার ও রং না মানা, প্রার্থীর ছবি/ প্রতীকসহ টি-শার্ট/জ্যাকেট তৈরি ও বিতরণ এবং কেউ কেউ ভোটারদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য আলোকসজ্জার আয়োজন করেছে। এর সবগুলোই নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া প্রার্থীরা অনুমোদিত ব্যয়সীমা অতিক্রম করে গড়ে প্রায় তিনগুণেরও বেশি অর্থ ব্যয় করেছেন।

১১. প্রশ্ন: এ গবেষণায় প্রাপ্ত অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য সকল ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য কি-না?

উত্তর: এই গবেষণার পর্যবেক্ষণ সকল প্রার্থী ও কেন্দ্রের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে এটি সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে সংঘটিত বিধিসমূহ লঙ্ঘনের একটি ধারণা দেয়।

১২. প্রশ্ন: সংশ্লিষ্ট অংশীজনকে অবহিত করা হয়েছিল কি?

উত্তর: মেয়র প্রার্থী, কাউন্সিলর প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট, প্রার্থীর নিজস্ব ও দলীয় কর্মী, রাজনৈতিক নেতা, ভোটার ও জনসাধারণ, সাংবাদিক, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে যোগাযোগ করে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহের সময় গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন গবেষণা কার্যক্রম সম্পর্কে জেনেছেন। তবে গবেষণাধীন বিষয় বহু অংশীজন (Multi Stakeholder) ভিত্তিক হওয়ায় প্রত্যেক অংশীজনকে পৃথকভাবে অবহিত করার সুযোগ নেই।

১৩. প্রশ্ন: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর: টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মুল্যায়ন, সকল পলিসি ডক্যুমেন্ট, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্যে নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এই প্রতিবেদন সংক্রান্ত অতিরিক্ত আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলে মাধ্যমে তার

সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-মেইল info@ti-bangladesh.org ।

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত 'ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ২০১৫: প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনটি সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশের পরে মূল প্রতিবেদন, সার-সংক্ষেপ (বাংলা ও ইংরেজী), পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা ও প্রতিবেদন সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) সকলের জন্য প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

১৪. টিআইবি'র মতে এই প্রতিবেদনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয় উঠে এসেছে?

উত্তর: গবেষণায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি দেখা যায় তা হল, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে তিনটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কার্যত একটি দলীয় নির্বাচনে পরিণত হয়েছে। রাজনৈতিক দল থেকে প্রার্থী সমর্থন ঘোষণা, প্রার্থীদের পক্ষ থেকে দলীয় সমর্থন নেওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালানো, দলের পক্ষ থেকে প্রার্থীদের নির্বাচন বর্জনে বাধ্য করা, সরকারের পক্ষ থেকে সরকার সমর্থিত প্রার্থীদের নির্বাচিত করার জন্য সংসদ সদস্যদের ক্ষমতা ব্যবহার ও প্রভাব বিস্তার করা ইত্যাদি ঘটনা দলীয় নির্বাচনের বহিঃপ্রকাশ। নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে দৃঢ়তা দেখাতে না পারা, নির্বাচনী আইন সব প্রার্থীর জন্য সমানভাবে প্রয়োগ না করা, আচরণ বিধি লঙ্ঘনে ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্বের কারণে নির্বাচনে সকল প্রার্থীর জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টিতে নির্বাচন কমিশন ব্যর্থ হয়েছে এবং তার দায়িত্ব স্বাধীনভাবে পালন করতে ব্যর্থতার পরিচয় পরিচয় দিয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রিজাইডিং কর্মকর্তা, ম্যাজিস্ট্রেট, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তাদের পেশাগত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। প্রার্থীদের পক্ষ থেকেও নির্ধারিত ব্যয়সীমার অতিরিক্ত ব্যয় ও আচরণবিধি লঙ্ঘনের মাধ্যমে নির্বাচনী আইনসমূহ মেনে না চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সার্বিক বিবেচনায় তিন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা যায় না।